দামুড়হুদায় হরতালের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হরতালের নামে বিএনপি-জামায়াতের হত্যা, অগ্নি সংযোগ, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজুর সার্বিক দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধ নেতাদের পক্ষ থেকে দামুড়হুদায় শান্তি সমাবেশ করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে বাসস্ট্যান্ডে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে হরতাল বিরোধী এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা জজকোর্টের এপিপি অ্যাড. আবু তালেব, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক মমিন মাস্টার, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাফি উদ্দীন টুটুল, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন আলী ও যুবলীগ নেতা ফজলুর রহমান ফজু।

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আশা মোল্লা, যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল মালেক ভূইয়া, স্বপন মালিথা, সরোয়ার সিদ্দিক মামুন, পিন্টু, মোমিন, আবুল কাশেম, উপজেলা ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, নতিপোতা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ, বশিরসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময়, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময়, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১টায় হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর ফুটবল মাঠে।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে দেশে সকল প্রতিবন্ধি, বিধবা, বয়স্ক ও শিশু ভাতাসহ অসংখ্যক ভাতা প্রদান করছে সরকার। শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে। দেশের উন্নয়নের কথা ভাবে। অতীতে কোনো সরকার প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবেন নাই, গর্ভধারণ নারীদের নিয়ে চিন্তা করেন নাই, গরীবদুঃখী শিশুদের পুষ্টির কথা ভাবেন নাই, অবহেলিত বয়স্ক বৃদ্ধ-বাবা মায়েদের কথা ভাবেন নাই, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করেন। কোন সরকার দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার কথা ভাবেন নাই, শেখ হাসিনার সরকার ভেবেছে। কোন সরকার ভাবেন নাই, কিভাবে অসহায় পরিবারের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে, শেখ হাসিনা সরকার ভেবেছে। বঙ্গবন্ধুর নাতনি জননেত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াাজেদ পুতুল আজ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। তিনি সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও তাদের জীবন মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি আরও বলেন, আমি আপনাদের সন্তান আপনাদের ভাই, আপনাদেরই ছেলে আরেকবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট চাইছি এবং ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আবারো শেখ হাসিনাকে বসাতে হবে। আপনারা সবাই নৌকায় ভোট দিবেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি আপনারা ভুল করেন তাহলে বিএনপি জামাত আবারো মানুষকে জিম্মি করবে। সন্ত্রাসের রাজত্বকায়েম করবে। সকল প্রকার ভাতা বাতিল করবে। যদি আরো সুবিধা পেতে চান তাহলে নৌকায় ভোট দিতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্য দোয়া কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। এর আগে তিনি ভাতাভোগীদের

নিকট থেকে সরকারের উন্নয়ন কথা মনোযোগসহকারে শুনেন।

অনুষ্ঠান শুরুতেই কোরআন তেলাওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মামুনুর রশিদ।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, হাউলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, কুড়ালগাছী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন।

দামুড়হুদা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হকের সঞ্চালনায়, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাজী আলী আহম্মদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বিপ্লব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ,যুগ্ন আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান সহ হাউলী ইউনিয়নের সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আইনজীবীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির বাসভবন সহ সারা দেশে বিএনপি-জামায়াতের হামলা,অগ্নি সন্ত্রাস,নৈরাজ্য সহিংসতার বিরুদ্ধে মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী

আইনজীবী পরিষদ।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আয়োজিত সমাবেশটি আজ রবিবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর একটার দিকে শহরের নিমতলায় আইনজীবী ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট একরামুল হক হিরার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ জেলা বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ.কে.এম শফিকুল ইসলাম, সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, পি.পি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি-জামায়াতের হরতালের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা হরতাল ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে যুবলীগের উদ্যোগে মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে শহরের আওয়ামী লীগের পার্টি অফিস কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিল্পকলার সামনে এসে শেষ হয়ে সেখানে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদে সমাবেশ বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক, শফিকুল ইসলাম শিমুল, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, রবিউল ইসলাম রবি, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, আশরাফুল আলম এছাড়া আরো অনেক নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদে সমাবেশ বক্তার বলেন, বিএনপি-জামাতের রাজনীতি থেকে

সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিদেশি প্রভুদের কাছে ধন্না দিয়ে কোন ফল না পেয়ে হরতালের মতো সহিংস আন্দোলন তাঁরা বেছে নিয়েছেন। আমরা ঝিনাইদহ যুবলীগ বিএনপি-জামাতের সকল নৈরাজ্য প্রতিরোধে সবসময় রাজপথে অবস্থান করবো।

গাংনীতে উপজেলা আওয়ামীলীগের বিক্ষোভ মিছিল

গাংনীতে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এবং সারা দেশে বিএনপির ডাকা হরতালে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিসিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা আওয়ামীলীগ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় একটি বিক্ষোভ মিছিল গাংনী বাজার বাস স্ট্য্যান্ড থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়। কিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে গাংনী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও জ্বালাও পোড়াও বন্ধের দাবী করেন। সেই সাথে বিরোধীদের নৈরাজ্য বন্ধে সকল নেতা কর্মীদের রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান। এসময় উপজেলা আওয়ামীলীগের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের নেতাকর্মীরা একটি মোটর সাইকেল শোডাউন করেন। শো-ডাউনটি গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোহড়া দেয়।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামাতের চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ

বিএনপি-জামাত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ২ টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপকুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, সরকার দেশে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। শুধু উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এ চুয়াডাঙ্গায়। আজ কর্ণফুলী নদীতে ট্যানেলের উদ্বোধন হয়েছে। পদ্মা সেতু সহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে ও চলমান রয়েছে। শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষায়। বিএনপি মনে করছেন এদেশ তাদের বাপে। আজ সমাবেশ করছেন। আর কত সমাবেশ করবেন। কত মানুষকে দুঃখ দুর্দশা দিবেন।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পৃষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন,আমি প্রতিক দিতে পারি কিন্তু জিতে এনে দিতে পারবো না। ভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এই দলের অধীনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, ছাত্র সমাজকে মাদক মুক্ত ও সন্ত্রাস মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়ে তুলতে হবে। আমার ইচ্ছা, প্রতিটি ইউনিয়ন খেলার সুন্দর একটি মাঠ থাকবে, একটি করে মিনি স্টেডিয়াম থাকবে। এছাড়া প্রতিটি কলেজে কিংবা স্কুলে যোগ্য ব্যক্তি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। আমার চেয়ারের প্রতি কোন লোভ নাই। আমি আপনাদের দিতে এসেছি, নিতে আসি নাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি দিপু মাস্টার,

বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রেজাউল ইসলাম, হারদি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক রবিউল ইসলাম, নাহিদ হাসান, ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হাসান, তন্ময়, সাজিদ, রকি আহমেদ মমিন, নাসিম, সাগর, বাপ্পি, আলিফ। এছাড়া বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশে জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলো।

বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মিছিল

বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকালে মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌরসভার সামনে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম এসময় বলেন,’ জামায়াত এবং বিএনপি উন্নয়ন সহ্য করতে পারে না বিধায় আজকে সমাবেশের নামে ঢাকাতে অগ্নিসংযোগ, পুলিশের উপর আঘাত, পুলিশ বক্সে আগুন, বিচারপতির বাড়িতে ভাঙচুর, সাধারণ পরিবহন ও গণ পরিবহনে অগ্নিসংযোগ করেছে। এরই প্রতিবাদ করতে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল।’

প্রতিবাদ মিছিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা যুবলীগের সেক্রেটারি সাজ্জাদুল আলম, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, আমঝুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য আক্তার

হোসেন, শ্যামপুর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শোভন সরকার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মাবুদ সহ মেহেরপুরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা।’

ক্ষমতাচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না: শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না বলে বিএনপিকে হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, জনগণের কাছে ভোট নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে। আমাদের ওই সমস্ত ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।

আজ শনিবার বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনের পর আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেড (কেইপিজেড) মাঠে এক জনসভায় এ কথা বলেন তিনি। নৌকা যখনই সরকারে এসেছে, দেশ ও মানুষের উন্নয়ন করেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার বেলা ১১ টা ৪০ মিনিটে নগরের পতেঙ্গা প্রান্তে সুইচ টিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। টানেলের প্রবেশমুখের ডান পাশে এই নামফলক স্থাপন করা হয়। একই ধরনের নামফলক স্থাপন করা হয়েছে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার টানেলের টোল প্লাজা এলাকায়।

আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা দেশকে গড়ে তুলছি। আমি আপনাদের কাছে একটা উপহার নিয়ে এসেছি। নদীর তল দিয়ে গাড়ি চলে। ঘুটঘুট করে বাড়ি চলে যাবেন। এ প্রকল্পে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা জড়িত ছিলেন, দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও ১১টি প্রকল্প আপনাদের জন্য উপহার হিসেবে উদ্বোধন করে দিলাম। আজকের এ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে গত নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়েছিলেন বলে। নৌকা যখনই সরকারে এসেছে, দেশ ও মানুষের উন্নয়ন করেছে।

তিনি বলেন, আমি তো সবই হারিয়েছি ৭৫-এর ১৫ আগস্ট। ছয় বছর দেশে আসতে দেয়নি জিয়াউর রহমান। একরকম জোর করেই দেশে ফেরা। আসার পর থেকে বাংলাদেশে মানুষের জন্য কাজ করছি। চাই, কীভাবে দেশের মানুষকে ভালো রাখা যায়। এ চট্টগ্রামের কত নেতা ছিলেন, যারা জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি টানেলের খননকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্মাণকাজ শুরুর প্রায় সাড়ে চার বছর পর টানেলের উদ্বোধন করা হলো।

মহাসমাবেশে সংঘর্ষ; পুলিশ সদস্য নিহত

বিএনপি, আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষে আহত এক পুলিশ সদস্য ঢামেকে মারা গেছেন। এখনো তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ বক্সের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর বাচ্চু মিয়া।

তিনি জানান, ফকিরাপুল এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই পুলিশ সদস্যকে ঢামেকে আনা হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. আলাউদ্দিন বলেন, সকাল ১১টার পর থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

অনেককে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, হাতে, পায়ে, মাথায়সহ শরীরে বিভিন্ন স্থানে ফুলা নীল, ছিলা জখম, কাটা জখম, গুলিসহ বিভিন্ন ধরনের আঘাতে আহত হয়েছেন। বিকেলের দিকে রোগীর চাপ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় একসঙ্গে বেশি রোগী আসায় আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ